দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 AUG 1987

পৃষ্ঠা 5 কলাম 5

২৯শে শ্রাবণ ১৩৯৪ বং

মতামত

সরকারী মাধ্যমিক সমিতির কমিটি গঠনে কারচুপি

নির্বাচনী নীতিমালা অমান্য করে সম্প্রতি সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির ১৯৮৬-৮৭ সালের কমিটি গঠিত হয়েছে। এই সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জনাব শহীদুর রহমান যিনি বর্তমান কমিটির-ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। বিগত ১৭-৭-৮৭ তারিখে অবৈধভাবে সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে পরে ৩০-৭-৮৭ তারিখে তিনি টিটি কলেজের মিলনায়তনে উক্ত সম্মেলনটির আয়োজন করেন। ডবল শিফটসহ সর্বমোট ২২৩টি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটি বিদ্যালয় হতে ৩ জন করে শিক্ষক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার কথা। সে হিসেবে প্রায় ৭০০ জন প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র ১৫০ জনের উপস্থিতিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার, এই ১৫০ জনের মধ্যে নির্বাচনের-বিধি অনুযায়ী সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০ জন প্রধান শিক্ষকসহ মাত্র ১৫ জন সহকারী শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

অবশিষ্টদের মধ্যে অবৈধভাবে উপস্থাপিত ছিলেন ৩০ জন কলেজের, ২৫ জন বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ৬০ জন বহিরাগত লোক। বহিরাগতদের সহায়তায় তেজগাঁও পলিটেকনিক সরকারী বালক বিদ্যালয় ও ঢাকার সরকারী মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষককে ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও অপমানিত করা ছাড়াও অন্যান্য নিরীহ শিক্ষকদেরকে নিগৃহীত করা হয়। সম্মেলনের পরের দিন ৩১ সদস্য বিশিষ্ট তথাকথিত সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে জনাব শহীদুর রহমান পুনরায় নির্বাচিত না হয়ে নিযুক্ত হন। এই প্রহসনমূলক নির্বাচনে ১০/১২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, বিগত ১৩-৭-৮৭ তারিখে ধানমণ্ডি সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈধ জাতীয় সম্মেলনে জনাব শহীদুর রহমানের উক্ত নির্বাচনের বৈধতার প্রশ্নে চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও তিনি সংবিধানের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শনের মাধ্যমে পেশী শক্তির মহড়া দ্বারা সম্মেলন ও নির্বাচন সম্পন্ন করেন। এ প্রসংগে উল্লেখ্য, সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির প্রাক্তন কমিটির মেয়াদ ১৯৮৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর উত্তীর্ণ হওয়ার দিন হতে পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে যথানিয়মে ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও প্রচারসহ পরবর্তী কমিটি গঠনের নির্বাচন বিধি থাকা সত্ত্বেও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্বীয় স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেননি। সাম্প্রতিক নির্বাচনের এহেন কারসাজি ও কারচুপি ছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে সংগঠনের স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ রয়েছে। তিনি

৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সরকারী মাধ্যমিক সমিতির কমিটি গঠনে কারচুপি।
মতামত। দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা। পৃষ্ঠা ৫, ৫

"নির্বাচনী নীতিমালা অমান্য করে সম্প্রতি সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির ১৯৮৬-৮৭ সালের কমিটি গঠিত হয়েছে।"